জওহরলাল ও গড

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

সেদিন হাওড়া স্টেশনে সকাল হইতেই ভিড় হইবে এই রকমএকটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় করিয়া খবর বাহির হইয়াছিল জওহরলালজি সেদিন বম্বে মেলে কলিকাতায় আসিতেছেন। আরো একটি খবর বাহির হইয়াছিল, ভগবানস্বয়ং পাঞ্জাব মেলে কলিকাতা আসিতেছেন, হিমালয়ের কোন একটা স্থান হইতে।

এই পর্যন্ত। টাইম টেবিল দেখিয়া জানিলাম উভয় ট্রেন আসিয়া পৌঁছিবে দু'ঘণ্টার ব্যবধানে। বম্বে মেল আগেআসিবে, বেলা সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে।

গিয়া দেখি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্যব্যাপার। স্ট্র্যান্ড রোডের পর হাওড়া পুলের দিকে এক পা-ওবাড়ানো সম্ভব নয়। মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান ও জওহরলাল একই দিনে যখন কলিকাতা আসিতেছেন, তখন এমন ভিড় হওয়া স্বাভাবিক বটে।

জওহরলালজি আসিবার কথায় তত বিস্মিত হই নাই, কারণ তিনি ইতিপূর্বেও কলিকাতায় আসিয়াছেন। কিন্তু ভগবান কখনো কোথাও আসেন না, তিনি নিরাকার, এ পর্যন্ত তাহাকে কেহ দেখে নাই বলিয়াই শুনিয়াছি। তিনি হঠাৎ অদ্য পাঞ্জাবমেলে কেন যে কলিকাতা আসিতেছেন, কিছু বোঝা গেল না।কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহাও জানি না।

ভিড়ের মধ্যে দেখি একদল সংকীর্তন পার্টি চলিয়াছে, বোধহয় ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সংকীর্তন পার্টি কি হইবে ? কারো গঙ্গাযাত্রার সময় সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয় জানি, কিন্তুভগবান যখন স্বয়ং হাওড়া স্টেশনে আসিতেছেন, তখন এর অপেক্ষা ভালো ব্যবস্থা কি করা যাইত না ?

অতি কষ্টে প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখভাগে আগাইবার চেষ্টা করিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালজির ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহার পর স্টেশনভাঙিয়া পড়েআরকি,বহুবিধ শ্লোগানের সমবেত উচ্চকণ্ঠের উচ্চারণে। সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারের দল দেখিতে দেখিতে পণ্ডিতজিকে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপরসেই বিরাট জনতা তাহাকে লইয়া পথে নামিল এই পর্যন্তদেখিলাম—ইহার পর কি ঘটিল না ঘটিল বলিতে পারিব না, কারণ আমি জওহরলালজির সে বিশাল শোভাযাত্রায় যোগদানকরি নাই, ভগবানকে দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মেই ছিলাম।

দল চলিয়া গেল।

প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি।

সেই সংকীর্তন পার্টি ছাড়া ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবারজন্য কেহই উপস্থিত নাই গোটা প্ল্যাটফর্মে। একজন রোগা, গোঁপদাড়িকামানো লোক আমার কাছে আসিয়া বলিল—মশায়, আজ নাকি ভগবান আসচেন ?

—এই রকমই তো কাগজে লিখেচে।

—কোন্ প্ল্যাটফর্মে, জানেন ?

—পাঞ্জাব মেলে তো আসচেন। এন্‌কোয়ারি আপিসে একবার জিগ্যেস করে আসুন না ?

—উঃ মশাই, যা ভিড়ের কাণ্ড ! কি কষ্টে যে হাওড়াপুলটুকু ছাড়িয়ে এসেচি !

—প্রসেশন কতদূর গেল ?

—জওহরলালজির মোটর তো স্ট্যান্ড রোড দিয়েহাইকোর্ট-মুখো চলে গেল দেখলাম—আর কিছু বলতে পারিনে। বসুন, এন্‌কোয়ারি আপিসে জিগ্যেস করে আসি।

লোকটা সেই যে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অন্ততআমি আর তাহাকে দেখিলাম না।

মিনিট কুড়ি পরে পাঞ্জাব মেল আসিয়া সশব্দে স্টেশনেপ্রবেশ করিল। বিশেষ কোনো দলকে আগাইয়া যাইতে দেখিলাম না সেই ক্ষুদ্র সংকীর্তন পার্টি ছাড়া, তাহারা ততক্ষণখোল ও খঞ্জনীর সাহায্যে উদ্দণ্ড রেড়ো কীর্তন জুড়িয়া দিয়াছে।

প্ল্যাটফর্মময় ফুল ও ছেঁড়া ফুলের মালা ছড়ানো। কিছুক্ষণপূর্বে পণ্ডিতজির উদ্দেশে যে বিরাট পুষ্পবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহারই চিহ্ন। একগাছা মালা কেন সংগ্রহ করিয়া আনিলাম ভগবানের জন্য, ভাবিয়া মায়া হইল সে বেচারির উপর। সংকীর্তনের দল কি মালা আনিয়াছে ?আনিতে পারে।

হুড় হুড় করিয়া লোক নামিয়া গাড়ি খালি হইয়া আসিল।বাঙালি, বিহারি, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, পাঠান যাত্রীর দলনিজের নিজের জিনিসপত্র কুলির মাথায় চাপাইয়া, ব্যাগ ও টিফিনক্যারিয়ার নিজের নিজের হাতে ঝুলাইয়া গেটের দিকেচলিয়াছে। স্থানে স্থানে পাকার বাক্স ও হোল্ড-অল-বাঁধা বিছানাকে কেন্দ্র করিয়া মেয়েরা বালক-বালিকাসহ দাঁড়াইয়াআছে, সঙ্গের পুরুষেরা কুলিদের সঙ্গে দরদস্তুর করিতেছে। খুব একটা ব্যস্ত-এস্ততার ভাব চারিদিকে।

কিন্তু ভগবান কই ? |

ফার্স্ট ক্লাস দেখিলাম, সেকেন্ডক্লাস দেখিলাম। দুই-তিনটি বাঙালি পরিবার একটি সেকেন্ড ক্লাসের কামরা হইতে নামিয়া কামরার সামনেই মালপত্র নামাইয়া জটলা করিতেছে।এঞ্জিনের সামনে ফার্স্ট-সেকেন্ড ক্লাস কম্পোজিট বগিখানিতে মিলিটারি বোঝাই। তাদের সঙ্গে বহু মালপত্র। কুলিরা ঠেলাগাড়ি আনিয়ামাল বোঝাই করিতেছে। এখানেও তো ভগবানের আসিবারকথা নহে।

সংকীর্তন পার্টি কীর্তন থামাইয়াছে। তাদের কাছে গিয়াবলিলাম—মশায়, ভগবানকে খুঁজে পেলেন ?

উহাদের একজন বলিল—না মশায়, আমরাও তো খুঁজচি।

পেছন দিকটা দেখে এসেচেন ?

—সব দিকে দেখা হয়েগিয়েচে।

—ইন্টার ক্লাসটা দেখা হয়েচে ?

—কোনো ক্লাসই বাদ দিই নি আমরা। কোথাও তোতেমন কোনো লোককে দেখলাম না মশাই। আমরা বাগবাজারগৌড়ীয় মঠ থেকে আসচি।

আরো খানিকটা অপেক্ষা করিবার পর আমি নিরাশ মনেপ্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলাম। কি মনে করিয়াট্রাম না ধরিয়া হাওড়া পুল ধরিয়াই চলিয়াছি, হঠাৎ চোখে পড়িলএকজন লোক পুলের মাঝামাঝি রেলিং ধরিয়া অন্যমনস্ক ভাবেগঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া আছে।

আমি পাশ দিয়া যাইতেছি, লোকটি হঠাৎ আমার দিকেফিরিয়া চাহিল। লোকটির চেহারায় কি যেন ছিল, দীন-দুঃখীরমতো অকিঞ্চন ভাব মুখে, অথচ চোখ-দুটিতে অতলস্পর্শ গভীরতা ও বালকোচিত সারল্য একসঙ্গে মাখানো। আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম ওর এই মুখভাবের আশ্চর্য পবিত্রতা ওসরলতায়। বলিলাম—কোথায় যাবেন ?

লোকটি গঙ্গার দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—এইনতুন পুল বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—বেশ পুল করেচে। সাহেবেরা করে ভালো।

—আপনি কোথায় যাবেন ? অনেকদিন আসেন নি বুঝি কলকাতায় ?

—আমি ভগবান। কলকাতায় এসেচি এই ট্রেনে। হাওড়াস্টেশনে কেউ তো আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্যে যায় নি !

কি সর্বনাশ, লোকটা বলে কি ! ভগবান ?এই লোকটা ?এঁকে তো নিতান্ত অভাজন বলিয়া মনে হইতেছিল—যদিও কী গুণে লোকটা মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে বটে।

আমি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলাম। বলিলাম— আপনি ?

-হ্যাঁ। বলি, ওরা আমাকে কেউ স্টেশনে অভ্যর্থনাকরতে এলো না কেন ?

—ওরা জওহরলালজিকে এগিয়ে নিয়ে গেল কিনা— তাই—

—আর আমার বেলা কেউ বুঝি এলো না ?

ভদ্রলোক দেখিলাম ছেলেমানুষের মতো ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের সুরে কথা কয়টি বলিলেন। আমার দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। ভগবান এত ছেলেমানুষ !

সান্ত্বনার সুরে বলিলাম—তা কেন, গৌড়ীয় মঠের বাবাজিরা কীর্তন পার্টি নিয়ে এসেছিলেন তো ?তা বোধ হয়আপনাকে তাঁরা চিনতে পারেন নি। আপনার কোনো ফটোতো ইতিপূর্বে কোনো খবরের কাগজে বার হয় নি, চেনাই যেদায়।

ভগবান আমার কথায় ছেলেমানুষের মতো অল্পে সান্ত্বনা পাইয়া বলিলেন—তা বটে। চিনতে পারে নি তা কি করবে ! শোনো, আমার একটা ফটো তুলিয়ে খবরের কাগজে ছেপে দিতে পারবে ?

—আজ্ঞে বলেন—আজ্ঞে আমি—ফটো আমি তুলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কোনো খবরের কাগজের লোকের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। কাগজে ফটো ছাপাবার ব্যবস্থা তোকরতে পারিনে—

ভগবান নিরাশ ভাবে বলিলেন—ও।

আমার আবার মায়া হইল। তার এই অসহায় বালকের মতো কণ্ঠের ‘ও !’ শুনিয়া বলিলাম—চলুন না কেন, এই কাছেই বর্মন স্ট্রীটে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ আপিসে, ওরা আপনারফটো নিশ্চয়ই যত্ন করে ছাপবে আপনার নাম শুনলে—চলুনসঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চি—

ভগবানের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইল। আগ্রহের সুরেবলিলেন—চলো, চলো—তাই চলো—এইবার ফটো ছাপালেসামনের বারে অনেক লোক আসবে।

তারপর যেন খানিকটা আপন মনেই বলিলেন...লোক চেনে না তাই, না চিনলে—

আমি কিন্তু যে কথাটা ভাবিতেছিলাম, সেটা তাহাকেবলিলাম না। ফটো ছাপানো হয় না বলিয়া চিনিবার অসুবিধারজন্য যে তাহার অভ্যর্থনা হয় নাই তাহা তো কথা নয়, আসলে প্ল্যাটফর্মে তখন লোকজনই ছিল না তিনি যে সময় আসিলেন।

হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়াতে কথাটা বললাম যে তিনিকোথায় উঠিবেন ঠিক করিয়াছেন।

তিনি বলিলেন—কেউ তো আগ্রহ করে নিয়ে যাচ্চে না, কোথায় উঠবো কি জানি !

—যদি কিছু মনে না করেন, আমার একখানা ঘর আছে দোতলায়। ভাড়াটে ঘর, একলাই থাকি। সেখানেই যদি আজরাত্রে থাকেন—

—তা বেশ। যাবো এখন।

—আপনার খাওয়া-দাওয়ার তো কোনো—মানে ওখানেসব আঁশ, মাছ-মাংস খাই। অবিশ্যি নিরামিষ যদি খান, তারব্যবস্থা করে দেবো এখন।

ভগবান হাসিয়া বলিলেন—আমার আবার ওসব কি ?যাদেবে, তাই খাবো। আমি কি বোষ্টম গোসাঁই ?

অপ্রতিভ সুরে বলিলাম—আজ্ঞে, ক্ষমা করবেন।বৈষ্ণবেরা নিরামিষ ভোগ আপনাকে নিবেদন করে দেন কিনাতাই বলছিলাম—

—আবার অন্য লোকে মাছ-মাংস দিয়ে ভোগ দেয়—মুরগি বলি দেয়, গরু মহিষ ছাগল কাটে—তাও খাই। আমার এক অবতারে আমি ভক্তের দেওয়া শূকরের মাংসখেয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে নরদেহ ত্যাগ করি।

—আজ্ঞে জানি, বুদ্ধ অবতারে।

—ব্যাপার কি জানো, আদিম নীহারিকাটা ঘুরিয়ে দেবারপরে বিশ্বসৃষ্টি আপনা-আপনি হচ্ছে, আমার কোনো কাজনেই। আজ কোটি কোটি বৎসর ধরে বেকার বসে আছি। ঘুরেঘুরে বেড়াই, কোথায় কি হচ্চে দেখি। এখন আমি শুধু দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র। জগতে দেখতে পাই আমায় কেউ চায় না, কেউবোঝে না—একা একা থাকি। সর্বত্রই আছি অথচ কেউ ফিরেচেয়েও দেখে না। কেউ মানে না আজকাল আর, বলে উনি তো বেকার। জগৎ আপনা-আপনিই চলচে, ওঁর আবশ্যকতা বা কি ?

কষ্ট হইল বেচারির জন্য। এমন সুরে কথা বলিলেন, তাঁরউপর কেমন একটা মায়াও হইল।

মানুষ বেকার হইত, চেষ্টা যত্ন করিয়া একটা কাজ যোগাড় করিয়া দিতাম। ভগবানের বেকার-সমস্যার সমাধান করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

সামনেই চিৎপুর রোড। বড় ট্রাফিকের ভিড়।

পিছনে ফিরিয়া বলিলাম—আসুন, এই সামনেই‘আনন্দবাজার আপিস’—আপনার ফটোটা তাহলে—

আহ্লাদের সুরে বলিলেন—বেশ, চলো চলো—ওদেরআমার পরিচয়টা দিয়ে দিয়ো—

নাঃ, বড্ড সরল ও ছেলেমানুষের মতো। এত ছেলেমানুষি কেন ভগবানের মধ্যে ?আহা, কেন লোকে ওঁকে মানে না, গ্রাহ্য করে না, না মানিয়া মনে কষ্ট দেয় !

চিৎপুর রোড পার হইয়া ওপারের ফুটপাথে উঠিয়া পিছন ফিরিয়া তাহাকে ডাকিতে গিয়া দেখি, তিনি নাই। ভিড়ের মধ্যে কোথাও হারাইয়া গেলেন নাকি ?কলিকাতায় চলাফেরা অভ্যাস নাই তো !

তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন, না অভিমান করিয়া আবার তাঁহার স্বধামেই ফিরিয়া গেলেন—কি করিয়া বলিব !